দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 24 AUG 1998
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

25

জাবিতে ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে অধ্যাপিকা লাঞ্ছিত ॥ ছাত্রীরা ভয়ে হল ছেড়ে যাচ্ছে ॥ ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা

আহমেদ সুমন জাবি থেকে ॥ ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা রেহনুমা আহমদকে লাঞ্ছিত করেছে। প্রতিবাদসভা, বিক্ষোভ মিছিল, প্রশাসন ভবন ঘেরাও, ছাত্র ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে, টেলিফোনে ক্যাডাররা ছাত্রীদের হুমকি দিচ্ছে। ছাত্রীরা ভয়ে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাচ্ছে। উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা ক্যাম্পাসে আসছেন। ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে আগুন লাগিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে। পুলিশ উপযাচক হয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছে। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বলেছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, ক্যাম্পাসে এসব কি হচ্ছে? সহকারী অধ্যাপিকা লাঞ্ছিত হওয়ায় শিক্ষক সমিতি আজ এক জরুরী সভা আহ্বান করেছে।

রবিবার ছাত্রলীগের ডাকে ধর্মঘট চলাকালে সকাল থেকেই গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য, সাধারণ ছাত্রঐক্য, ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ ছাত্রী ধর্ষণকারীদের নাম এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে পৃথক পৃথকভাবে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ছাত্রলীগের মিছিলটি কলাভবন ঘুরে এসে বেলা প্রায় পৌনে বারোটায় প্রশাসন ভবনের সামনে সমাবেশ করে। এ সময় নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা এবং ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার রেহনুমা আহমদ ছাত্রলীগের সমাবেশের ছবি তুলছিলেন। এই ছবি তোলার কারণে ছাত্রলীগ নেতা মীর মেহেদী হাসান টিটু, মাহমুদুল আলম বাবু, হামিদুল হক এবং হাসিবুর রহমান বরকত তাঁকে আক্রমণ করে এবং তাঁর ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙ্গে চুরমার করে। এই সময় এই ঘটনা প্রশাসন ভবনের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং উপস্থিত সাংবাদিকরা প্রত্যক্ষ করেন। এই ঘটনা দ্রুত জানাজানি হওয়ার পর আবার সাধারণ ছাত্রঐক্য, গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য এবং ছাত্রদল এই ঘটনার প্রতিবাদ এবং ছাত্রলীগ অভিযুক্ত নেতাদের দ্রুত শাস্তি দাবি করে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। পরে তারা একইসঙ্গে প্রশাসন ভবনের সামনে অবস্থান নেয়। দুপুর প্রায় পৌনে একটায় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক আজিজুল হক ভূঁইয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আসেন। ছাত্রছাত্রীরা এ সময় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে বলেন, আজকের ঘটনা প্রমাণ করেছে কারা ছাত্রী ধর্ষণ করেছে। তাঁরা আরও বলেন, ক্যাডাররা টেলিফোনে তাঁদের আন্দোলনে না আসার জন্য হুমকি দিচ্ছে। তাঁরা বলেন, যেখানে প্রশাসন ভবনের সামনেই দিনে দুপুরে একজন শিক্ষিকাকে লাঞ্ছিত করা হয়, সেখানে তাঁরা কতটা নিরাপদ? ছাত্রছাত্রীরা বলেন, আমরা ধর্ষণকারী এবং শিক্ষক লাঞ্ছিতকারীদের দ্রুত বিচার চাই।

ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ছাত্রছাত্রীদের বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তিনি দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, ক্যাম্পাসে এসব কি হচ্ছে? শিক্ষিকা লাঞ্ছিত হওয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। অভিযোগ পাওয়ার পর তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন। ক্যাম্পাসে ভয়াবহ অবস্থায় জরুরী সিন্ডিকেট সভা না ডাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জরুরী অবস্থায় আমি সিন্ডিকেট সভা আহ্বানের ক্ষমতা রাখি। তবে আমি মনে করি, এখনও সিন্ডিকেট সভা ডাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। লাঞ্ছিত সহকারী অধ্যাপিকা বেলা প্রায় সাড়ে তিনটায় তাঁর ওপর শারীরিক আক্রমণ ও হেনস্তার জন্য বিচার দাবি করে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের কাছে এক অভিযোগপত্র দেন। অভিযোগপত্রে তিনি ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন মানিকের নির্দেশে মীর মেহেদী হাসান টিটু, মাহমুদুল আলম বাবু, হামিদুল হক এবং হাসিবুর রহমান বরকত তাঁর ওপর শারীরিক আক্রমণ ও হেনস্তা করেছে বলে উল্লেখ করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শৃঙ্খলা কমিটির এক জরুরী সভা আহ্বান করেন। সভা চলাকালীন সময়ে প্রশাসন ভবনের সামনে অবস্থান গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা ছাত্রলীগের অভিযুক্ত নেতাদের দ্রুত শাস্তি দাবি করে প্রশাসন ভবনের সব ক'টি গেটে তারা তালা লাগিয়ে দেয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শৃঙ্খলা কমিটির সভা চলছিল। বেলা তিনটা পঞ্চাশ মিনিটে সাভার মার্কেটের এএসপি মাহফুজুর রহমান এবং সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চৌধুরী তরিকুল আলম কিছুসংখ্যক পুলিশ নিয়ে প্রশাসন ভবনে আসেন। এ সময় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা যায়। কর্তৃপক্ষ বলেন, তাঁরা পুলিশ প্রবেশের বিষয়ে কিছুই জানে না। এএসপি এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, তাঁরা নিজেরাই উপযাচক হয়ে প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য এসেছেন। এক সিন্ডিকেট সদস্য বলেন, অতীতে এ ধরনের পরিস্থিতিতে উপাচার্য সিন্ডিকেট সভা আহ্বান করতেন। এই পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ সিন্ডিকেট সভা আহ্বান না করে ভুল করছে। ছাত্রলীগ সভাপতি নূরুজ্জামান বলেন, রেহনুমা আহমদ লাঞ্ছিত ঘটনায় ছাত্রলীগ সম্পৃক্ত নয়। এটা লাঞ্ছিতকারীদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে তিনি রেহনুমা আহমদ লাঞ্ছিত হওয়ায় দুঃখ এবং সমবেদনা প্রকাশ করেন।

এদিকে শিক্ষক সমিতি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে রেহনুমা আহমদ লাঞ্ছিত ঘটনার নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি জানিয়েছে।